যায়যায়দিন

তারিখ 01 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১/২ কলাম ৭

৩৮

ধর্মঘট সমর্থনে এসে ক্যাম্পাসে ধাওয়া খেয়েছে ছাত্রলীগ

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদলের সঙ্গে গোলাগুলি

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

ধর্মঘটের সমর্থনে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মিছিল করতে এসে ছাত্রলীগ: আবারও ছাত্রদলের তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। সকালে ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল মসজিদের সামনে দুই সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। আধঘণ্টা ধরে চলে গোলাগুলি, বোমা নিক্ষেপ, ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা। দুই সংগঠন একে অন্যের দিকে প্রচুর ইটপাটকেল এবং ৪০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এ সময় ১৫টি বোমাও ফাটানো হয়। সংঘর্ষে কেউ আহত হয়নি। এ সময় পথচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে দেয় তারা। শাহবাগ থেকে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় যানচলাচল। পৃ ২ ক ৫

ধর্মঘট সমর্থনে এসে ক্যাম্পাসে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পরে গোয়েন্দা ও শাহবাগ থানা পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। ক্যাম্পাসে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আহুত ধর্মঘটের সমর্থনে সকালে ছাত্রলীগ শাহবাগ থেকে মিছিল বের করে। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্রলীগ ঢাকা ইউনিভার্সিটি শাখার সভাপতি টিপু ও সাধারণ সম্পাদক বাদশাহ। মিছিলটি সেন্ট্রাল মসজিদের সামনে এলে মধুর ক্যান্টিনের সামনে অবস্থান নেয়া ছাত্রদল নেতাকর্মীরা মিছিলকারীদের ধাওয়া দেয়। এ সময় ছাত্রলীগের মিছিল থেকে ছাত্রদল কর্মীদের লক্ষ্য করে কয়েকটি বোমা ছোড়া হয়। জবাবে হিরু, পাইলট, সোহান ও করিম সরকারের নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রলীগের মিছিল লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এভাবে দু'পক্ষের মধ্যে থেমে থেমে গোলাগুলি ও বোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। আধঘণ্টা ধরে ৪০ রাউন্ড গুলি ও ১৫টি বোমা ফাটানো হয়। ছাত্রদল অবস্থান নেয় মসজিদের সামনের দিকে। আর ছাত্রলীগ ছিল নজরুলের মাজার ও চারুকলার সামনে। গোলাগুলির ফাঁকে ফাঁকে দুই সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রলীগের মিছিলটিকে ধাওয়া দিয়ে শাহবাগ পর্যন্ত নিয়ে যায়। পালানোর সময় মিছিলকারীরা ছাত্রদল কর্মীদের লক্ষ্য করে কয়েকটি বোমা ছোড়ে। পরে শাহবাগ থানা ও গোয়েন্দা পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। গোয়েন্দা পুলিশ অবিস্ফোরিত তিনটি বোমা উদ্ধার করে। সংঘর্ষে ছাত্রলীগ বা ছাত্রদলের কেউ তেমন আহত হয়নি। পড়ে গিয়ে সামান্য আহত হয় কয়েকজন। ঢাকা মেডিকাল কলেজ হসপিটালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

ছাত্রলীগের মিছিলে বেশ কয়েকজন বহিরাগত টোকাই ছিল বলে অভিযোগ করেছে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।